260

দৈনিক সংবাদ

তারিখ MAR 10 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

লাদেন, আমিনী ও মাদ্রাসা শিক্ষা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৭ই মার্চ পল্টন ময়দানে ভাষণ দিতে গিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করা হবে না বরং সম্প্রসারিত হবে। শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমদ সংসদে প্রশ্নোত্তরকালেও একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন, মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করা হচ্ছে বলে একটি দল ক্রমাগত অপপ্রচার চালাচ্ছে। তিনি আলেম সমাজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের এ ধরনের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ যখন মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিচ্ছেন তখনও একশ্রেণীর মতলববাজ রাজনীতিক ও ধর্মীয় নেতা হীনস্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলে বেড়াচ্ছেন। সোমবার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত মাদ্রাসা শিক্ষক ও ছাত্রদের সমাবেশে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রসারে ৯ দফা দাবি পেশ করেছেন। এই নয় দফার মধ্যে বেশিরভাগই মাদ্রাসা শিক্ষা বহির্ভূত। মাদ্রাসা শিক্ষক সমাবেশে কোন ইসলামী প্রতিষ্ঠান থেকে কারো বহিষ্কার, কোন সম্প্রদায়কে অমুসলমান ঘোষণা কিংবা তৃণমূল সংগঠনের কার্যক্রম বন্ধের দাবির সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার কি সম্পর্ক তা অনুধাবন করা কষ্টসাধ্য।

মাদ্রাসা শিক্ষকরা এখানেই ক্ষান্ত হননি। সেই সমাবেশে হায়ারে আসা ইসলামী ঐক্যজোট নেতা মওলানা ফজলুল হক আমিনী নিজেকে সন্ত্রাসী নেতা ওসামা বিন লাদেনের অনুসারী হিসেবে দাবি করে বলেছেন, ২০০০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে তালেবান বিপ্লব ঘটাবেন। এ দেশে আফগানিস্তানের মতো বিপ্লব হবে। বর্তমান সরকার তালেবানদের সমর্থন না দিলে তাদের ক্ষমতা থেকে সরে যেতে হবে। তিনি কবি শামসুর রাহমান ও কবীর চৌধুরীকে 'জাতীয় বেঈমান' বলে অভিহিত করে বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেয়ারও হুমকি দিয়েছেন।

মওলানা আমিনী ও তার সহযোগীরা এসব ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে শুধু ঔচিত্যবোধ ও সভ্যতার সীমাই লংঘন করেননি, দেশের প্রচলিত আইন ও সংবিধানের প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দিয়েছেন। কেউ তার সঙ্গে একমত না হলেই তাকে বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেয়ার ক্ষমতা আমিনীকে কে দিয়েছে? কিছুদিন আগে শামসুর রাহমানের বাসায় সন্ত্রাসীরা হামলা করে এবং বমাল দু'জন ধরাও পড়েছিল। পরবর্তী সময়ে এই হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে যারা ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে ওসামা বিন লাদেনের অনুসারীও রয়েছে। লাদেনের যে অনুসারী শামসুর রাহমানকে বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছেন তার সঙ্গে আটককৃত সন্ত্রাসীদের কি যোগসাজশ আছে তাও খুজেঁ বের করা দরকার।

আসলে মওলানা আমিনী ও তার সহযোগীদের উদ্দেশ্য যে মাদ্রাসা শিক্ষা রক্ষা নয় তা তারা পল্টনের সমাবেশেই স্পষ্ট করেছেন। মাদ্রাসা শিক্ষা ভাল হোক মন্দ হোক এদেশে শত শত বছর ধরেই চলে আসছে। কখনো কোন সরকার এ শিক্ষা বন্ধ করার চেষ্টা চালায়নি। অতএব, মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে কথিত ধর্মীয় নেতাদের ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা কোনভাবে সফল হবে না। এদের উদ্দেশ্য ধর্মপ্রাণ মানুষকে উস্কে দিয়ে দেশে একটা অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। তারা তালেবান স্টাইলের শাসন কায়েমের কথা বলছেন। বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানে গণতন্ত্রের কথা আছে, আইনের শাসন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের কথা আছে, কিন্তু তালেবানী স্টাইলে বিপ্লবের কথা আছে বলে আমাদের জানা নেই। সেক্ষেত্রে কোন রাজনৈতিক দলের নেতার প্রকাশ্যে এ ধরনের ঘোষণা কি দেশদ্রোহিতা নয়? এই দেশদ্রোহী ও ধর্মদ্রোহীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করতে হবে। সমাবেশে কোন কোন বক্তা প্রধানমন্ত্রীর সুস্পষ্ট ঘোষণাকেও অগ্রাহ্য করে মাদ্রাসা শিক্ষক ও ছাত্রদের সরকারের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়েছেন। এ ধরনের উস্কানিদাতাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি যে প্রধান রাজনৈতিক দলটি সত্যমিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষকদের ক্ষেপিয়ে তুলছে তাদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ আগুন নিয়ে খেলবেন না।